১৬. পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সমাজের লিঙ্গ বৈষম্যের পটভূমি কী ?

উঃ লিঙ্গ বৈষম্য একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হলেও বিভিন্ন সমাজে বৈষম্যের প্রকৃতিতে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। পাশ্চাত্যে নারী বৈষম্যের প্রেক্ষাপটটি ভিন্ন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারী সমাজ জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে নি। পরবর্তীকালে শিল্পভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজেও নারী-পুরুষের সমমর্যাদা সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে নি।

পাশ্চাত্য সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রেক্ষাপট : পশ্চিমী সমাজগুলিতে নারী অধিকার সংক্রান্ত সমস্যাবলী বিভিন্ন রকম সামাজিক বাস্তবতার সাথে যুক্ত ধর্মীয় অনাচার, বর্ণবৈষম্য, দাসী হিসাবে ব্যবহার, নির্মম, কামনার উপকরণ হিসেবে স্ত্রীলোকের অবাধ কেনাবেচার বন্দোবস্ত এ সবই পাশ্চাত্যে নারীর অমর্যাদাকর অবস্থান চিত্রটি প্রকাশ করে। নারীর অবমূল্যায়নে চার্চ ও সামন্ততন্ত্রের ভূমিকা নারীকে আর্থিক ও যৌনতার উপকরণ হিসেবে পণ্যের মত ব্যবহারকে চালু করে। এর ফলে নারীর স্থান শুধু সন্তান-উৎপাদন, লালন-পালন, গৃহপ্রভুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি এবং মনোরঞ্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পদার্পনের সুযোগ ছিল অলীক কল্পনামাত্র। এর ফলে পাশ্চাত্য সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে দূরতিক্রম্য ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রেক্ষাপট : ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্যের মত নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার বহুকাল ধরে প্রচলিত। ঋগবেদের যুগে হিন্দু সমাজে নারী মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত থাকলেও পরবর্তীকালে নারীর অবস্থান নিম্নমুখী হয়েছে। ভারততাত্বিকদের মতে, 'গৌরবময় বৈদিক যুগে' সমাজে নারী উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত থাকলেও পরবর্তীকালে 'স্মৃতিপর্বে' নারী মর্যাদা পূর্বাবস্থায় বজায় থাকেনি। হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধান সম্পর্কে মনুসংহিতায় নারীর সামাজিক মর্যাদার অবমূল্যায়ন হয়েছে।

পরবর্তীকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পূর্বশর্ত হিসাবে পুরুষদের বহুবিবাহ, নারীর বাল্যবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা রোধ ও সঙ্কোচন, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি অমানবিক কার্যকলাপ হিন্দু সমাজে সামাজিক প্রথা হিসাবে গৃহীত হয়েছে। যদিও নারীর প্রতি এই বৈষম্য সম্পর্কে বেশ কিছু সমাজ গবেষক লক্ষ্য

Scanned with CamScanner

করেছেন যে, মুসলিম আক্রমণকারীদের হাত থেকে মান মর্যাদা রক্ষা করার জন্য হিন্দু নারীদের একটি সামাজিক ঘেরাটোপের মধ্যে রাখা আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। তবুও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে নারীর প্রয়োজন সম্পর্কে সমাজ কখনোই উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেনি। ফলে খন্ডিত কিংবা পৃথক সত্তা হিসাবে নারী চেতনার স্ফূরণের ভিত্তি সেই সময়েই প্রস্তুত হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক আন্দোলনের অপর ক্ষেত্র অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্যের অবসানকল্পে বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই বৈষম্যবিরোধী দাবী ক্রমশই সোচ্চার হয়ে উঠেছে। যথার্থ আন্দোলনের অভাবে লিঙ্গ বৈষম্য আজও বর্তমান। তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী চেতনা ক্ষুদ্র পরিসর ছাড়িয়ে ব্যাপ্তি অর্জন করেছে।

Scanned with CamScanner